দৈনিক
জনকণ্ঠ

20 JUL 2016
তারিখ ... 16 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

হুমায়ূন আহমেদের স্কুল ২০ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি

সঞ্জয় সরকার, নেত্রকোনা ॥ প্রয়াত লেখক হুমায়ূন আহমেদ প্রতিষ্ঠিত শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ দীর্ঘ ২০ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি। বাস্তবায়িত হয়নি হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর তার মাকে দেয়া শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি। এ কারণে আজও তার পারিবারিক অনুদানের ওপর ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে অজ পাড়াগাঁয়ের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। অথচ ফলাফলের দিক থেকে এটিই এখন গোটা উপজেলার শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠ। জানা গেছে, হুমায়ূন আহমেদের পৈত্রিক বাড়ি নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে। মা আয়েশা ফয়েজের অনুরোধে তিনি ১৯৯৬ সালে ওই গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টির একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৮ সালে। ৩৩ একর জায়গার ওপর হুমায়ূন আহমেদের নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টির নাম 'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ'। এতে রয়েছে বিশাল খেলার মাঠ, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, বিজ্ঞানাগার, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবির গ্যালারি, শহীদ স্মৃতিফলকসহ অনেক কিছু। জীবদ্দশায় বিদ্যালয়টিকে এমপিওভুক্ত করার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন হুমায়ূন আহমেদ। এ কারণে তিনি নিজেই শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিতেন। তার মৃত্যুর পর মা আয়েশা ফয়েজ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত করার দাবি জানালে মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু চার বছরেও সে প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমানে মেহের আফরোজ শাওন শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিয়ে যাচ্ছেন। গত এসএসসি পরীক্ষায় এ বিদ্যালয় থেকে ৫৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয় এবং শতভাগ পাস করে। জিপিএ-৫ পায় ৯ জন। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ৩২৫ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। শিক্ষক-কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ১৩ জন।